

HSC 2025



GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আলিবার্ড অফারে

কোর্স এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715



জি উকের

বাংলা-সহপাঠ

লেকচার-১৯

সিরাজউদ্দোলা

এইচএসসি' ২৪
ফাইনাল প্রিপারেশন

বাংলা মালু

ত্রৈমাসিক ওফালি ড্রেসেজ

১৯২২

সংগৃহী
ক উ জ
তা



জন্মঃ
১৭১৮



সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর



ব্যক্তিগত তথ্য

জেনারেল উকিম

জন্মঃ ২৩/১২/-

পিতার নামঃ

মাতার নামঃ

মৃত্যুঃ ১২/৭/১৫ মাহ ৫ অগস্ট

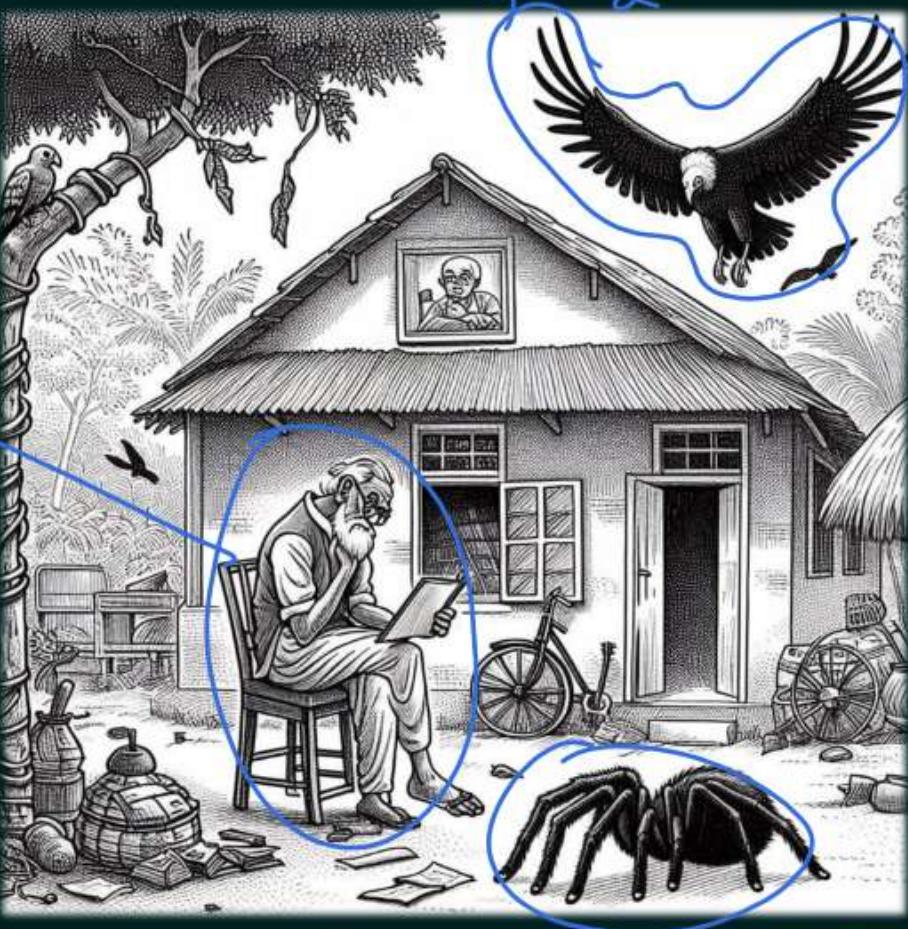


ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ

ଉକ୍ତର୍ଥ

- ① ଶବ୍ଦବୁନ୍ଦୀ
- ② ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ
- ③ ମହାକବି ଆଲୋଳନ

ମହାକବି



(ଆୟୁଗାବଳୀ) ଅଧ୍ୟାଦ୍ୟ

ପାଣ୍ଡିକ
"ଅଧିକାନ"



ଆୟୁଗାବଳୀ



ব্যক্তিগত তথ্য

জন্ম : ১৯১৮ সালে

জন্মস্থান : সাতক্ষীরা জেলার তালা
উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে

পিতা : সৈয়দ মঈনুন্দীন হাশেমী

মাতা : জোবেদা খাতুন

মৃত্যু : ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট

সাহিত্য কর্ম

- গল্পগ্রন্থ:
 ✓ 'মাকড়সা' (১৯৬০),
 ✓ 'শকুন্ত উপাখ্যান' (১৯৬২),
 ✓ 'মহাকবি আলাওল' (১৯৬৬)।

➤ অন্যান্য রচনা

- 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই',
 'বাংলা ছাড়ো'

পুরস্কার ও অবদান

১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রেডিও
পাকিস্তানের স্টাফ আর্টিস্ট
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

*
সম্পাদনা : 'সমকাল', 'সাংগীতিক
অভিযান'

১৯৬৬ সালে তাঁকে বাংলা
একাডেমি পুরস্কারে ।



চরিত্র-পরিচিতি

আলিবর্দি (মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ): (১৬৭৬-১০.০৪.১৭৫৬ খ্রি.): প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলি। তিনি ১৭৪০ সাল থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। আলিবর্দি খাঁর বাবা ছিলেন আরব দেশীয় এবং মা তুর্কি। ইরানের (পারস্য) এই সামান্য সৈনিক ভাগ্যান্বিষণে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। চাকরির উদ্দেশে দিল্লিতে এসে সুবিধা করতে না পেরে তিনি বাংলার নবাব মুশিদ্কুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের দরবারের পারিষদ ও পরে একটি জেলার ফৌজদার নিযুক্ত হন। ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে মুশিদ্কুলি খাঁর মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁর অগ্রজ হাজি আহমদের বুন্দিতে সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদে বসেন। খুশি হয়ে সুজাউদ্দিন তাঁকে 'আলিবর্দি' উপাধি দিয়ে রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বিহার বাংলার সঙ্গে যুক্ত হলে তিনি বিহারের নায়েব সুবা পদে অভিষিক্ত হন। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর নবাব হন তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ। কিন্তু বিহারের সুবেদার আলিবর্দি খাঁ তখন অপরিসীম শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী। অমাত্যবর্গও তাঁর অনুগত। অবশেষে ১৭৪০ সালের ৯ই এপ্রিল মুশিদ্বাদের কাছে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত করে আলিবর্দি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত হন।



মির্জা মুহম্মদ আলী
উদ্মাস্থিং অন্ধিত্বি
মুজাউদ্দিন।



চরিত্র-পরিচিতি

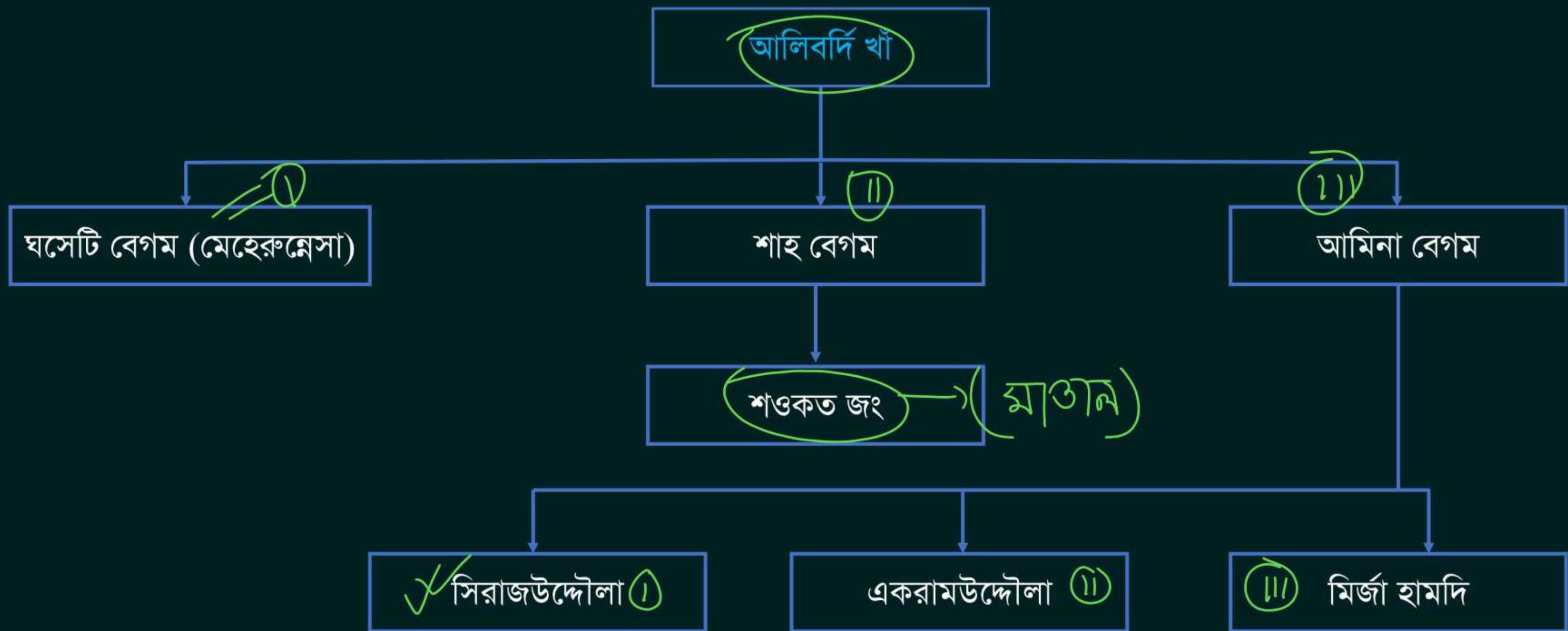
আলিবর্দি খাঁ ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ শাসক। তিনি শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। বর্গিদের অত্যাচারে দেশের মানুষ যখন অতিষ্ঠ তখন তিনি কঠিন হাতে তাদের দমন করেন। বর্গি প্রধান ভাস্কর পত্তিসহ তেইশজন নেতাকে তিনি কৌশলে হত্যা করেন এবং বর্গিদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। একইভাবে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বিবেচনায় রেখে ইউরোপীয় বণিকদের উচ্ছেদ না করে কৌশলে

তাদের দমিয়ে রাখেন। এভাবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আলিবর্দি খাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি কন্যা ঘসেটি বেগম (মেহেরুন্নেসা), শাহ বেগম ও আমিনা বেগমকে তিনি তাঁর ভাই হাজি মুহম্মদের তিনি পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। আশি বছর বয়সে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি ১০ই এপ্রিল ১৭৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত হন। সিরাজ ছিলেন আলিবর্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। আলিবর্দির ইচ্ছা অনুযায়ী সিরাজ নবাব হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

ঘসেটি বেগম
↓
(মাঝেন্দ্রমা)



চরিত্র-পরিচিতি





চরিত্র-পরিচিতি

[মিরজাফর]: মিরজাফর আলি খাঁন [পারস্য (ইরান)] থেকে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে আসেন। উচ্চ বংশীয় যুবক হওয়ায় নবাব আলিবর্দি খাঁন তাকে স্নেহ করতেন এবং বৈমাত্রেয় ভগী শাহ খানমের সঙ্গে মিরজাফরের বিয়ে দেন। আলিবর্দি তাকে সরকারের উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি কৃটকৌশল ও চাতুর্যের মাধ্যমে নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন এবং [সেনাপতি] ও বকশির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার মেধা, বুদ্ধি ও কৌশলের মূলে ছিল ক্ষমতালিঙ্গ। ফলে আলিবর্দিকে হত্যা করার ঘড়্যন্ত থেকে শুরু করে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে একাধিক বার ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন নবাব।

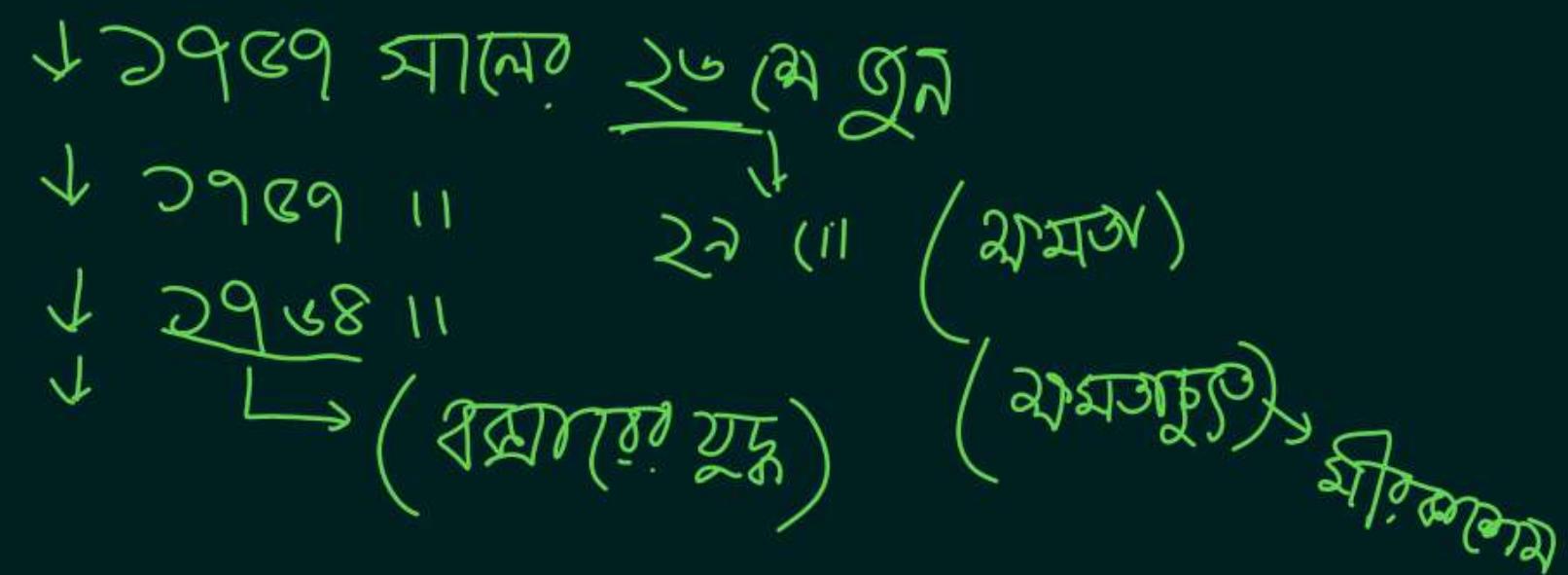
নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর যুবক সিরাজউদ্দৌলা নবাব হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করলে চারদিকে ঘড়্যন্ত ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইংরেজদের সীমাইন লোভ ও স্বার্থপরতার ঘড়্যন্তে অনেক রাজ অমাত্যের সঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় অবর্তীণ হন মিরজাফর। ইংরেজদের প্রলোভনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি তখন নীতি-নৈতিকতাইন এক উন্মাদে পরিণত হন। তাই পলাশির যুদ্ধে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েও এবং পবিত্র কোরান ছুঁয়ে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করলেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতার পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি।





চরিত্র-পরিচিতি

বরং পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের পতনকে তুরান্বিত করার জন্য দেশপ্রেমিক সৈনিকদের যুদ্ধ করার সুযোগ দেননি। পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের পতনের পর ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত মিরজাফর ১৭৫৭ সালের ২৯^এ জুন ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে আরোহণ করেণ। কিন্তু ইংরেজদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় তাকে গদিচুয়ত করে তার জামাতা মিরকাসিমকে বাংলার মসনদে বসান। ১৭৬৪ সালে পুনরায় তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া এই বিশ্বাসঘাতক মানুষটি কৃষ্ণরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ সালে মারা যান। বাংলার ইতিহাসে মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক, নিকৃষ্ট মানুষের প্রতীক। ফলে মিরজাফর ও বিশ্বাসঘাতক সমার্থক হয়ে উঠল।





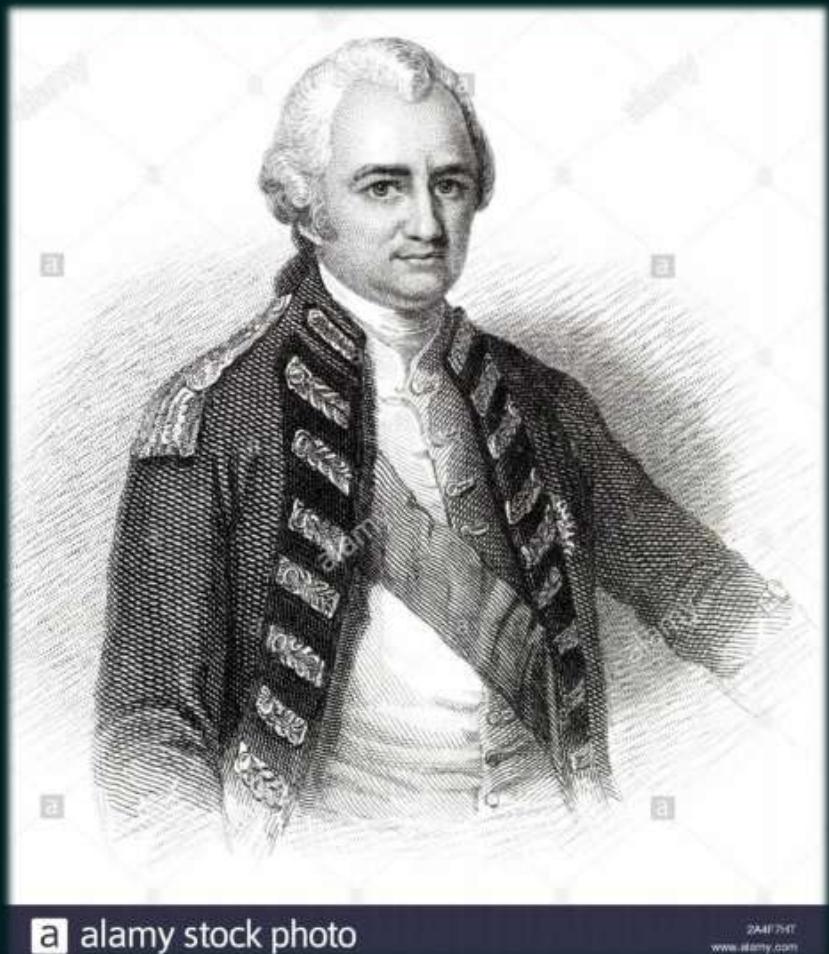
Clive

চরিত্র-পরিচিতি

ক্লাইভ: পিতা-মাতার অত্যন্ত **উচ্ছুঞ্জল সন্তান** ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। তার দৌরান্তে অঙ্গীর হয়ে বাবা-মা তাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। তখন তার বয়স মাত্র সতেরো বছর। **কোম্পানির ব্যবসার মাল ওজন আর কাপড় বাছাই** করতে করতে বিরক্ত হয়ে **ক্লাইভ দুইবার পিস্টল দিয়ে আত্মহত্যা করতে** গিয়েছিলেন। **কিন্তু গুলি চলেনি** বলে বেঁচে যান ভাগ্যবান ক্লাইভ।

} ফোট ট্রেনিং দুর্গ } → chief

ফরাসিরা এদেশে বাণিজ্য বিস্তার ও রাজ্যজয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বাজার দখল ও রাজ্য জয়কে কেন্দ্র করে তখন ফরাসিদের বিরুদ্ধে চলছিল ইংরেজ বণিকদের যুদ্ধ। সেইসব ছোটখাটো যুদ্ধে সৈনিক ক্লাইভ একটার পর একটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বোম্বাই এর মারাঠা জলদসুব্দের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে কর্নেল পদবি লাভ করেন এবং মাদ্রাজের ডেপুটি গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন। **সে সময় সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের ফোট উইলিয়ম দুর্গ দখল করে নেন। ইংরেজ পক্ষের গভর্নর ড্রেক পালিয়ে যান।** কিন্তু কর্নেল ক্লাইভ অধিক **সংখ্যক সৈন্যসামন্ত** নিয়ে **মাদ্রাজ** থেকে কলকাতায় এসে দুর্গ দখল করে নেন।



a alamy stock photo
www.alamy.com



চরিত্র-পরিচিতি

তারপর চলল মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে দরকষাকষি। ক্লাইভ ছিলেন যেমন ধূর্ত তেমনি সাহসী; আবার যেমন মিথ্যাবাদী তেমনি কৌশলী। চারদিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে তিনি তরুণ নবাবকে বিভ্রান্ত ও বিব্রত করার জন্য চেষ্টা করেন। নবাবের অধিকাংশ লোভী, স্বার্থপর, শর্ত ও বিশ্বাসঘাতক অমাত্য ও সেনাপতিদের উৎকোচ ও প্রলোভন দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। অবশেষে তার নেতৃত্বে চন্দননগরে ফরাসি কুঠি আক্ৰমণ কৰা হয়। ফরাসিরা পালিয়ে যান। এবার ক্লাইভ নবাবের বিৱুকে সৱাসি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩এ জুন পলাশি প্রান্তরে ক্লাইভের নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ শীঘ্ৰতার ও বিশ্বাসঘাতকতার। সিরাজউদ্দৌলার অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ কৰেননি। ফলে খুব সহজেই ক্লাইভের সৈন্য জয়লাভ কৰে।



চরিত্র-পরিচিতি

কুইভ বিশ্বসংগঠক মিরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসান। কিন্তু প্রকৃত শাসনকর্তা হন তিনি নিজেই। মিরজাফর তার অনুগ্রহে নামেমাত্র রাজ্য পরিচালনা করতেন। ১৭৬০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মহাবিত্তশালী, বিজয়ী কুইভ দেশে ফিরে যান। এ সময় তার বার্ষিক আয় ৪ লক্ষ টাকা।

১৭৬৪ সালের জুন মাসে কুইভ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অসীম ক্ষমতা নিয়ে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৭৬৭ সালের জুলাই মাসে যখন তিনি চির দিনের জন্য লঙ্ঘনে ফিরে যান তখন তিনি হতোদ্যম, অপমানিত ও লজ্জিত। ভারত লুঁঠনের বিপুল অর্থ ব্রিটিশ কোষাগারে না-রেখে আত্মসাং করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানো হয়। তিনি লজ্জায় ও অপমানে বিষণ্ণতা রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৭৭৪ সালে ২২ এ নভেম্বর আত্মহত্যা করেন।

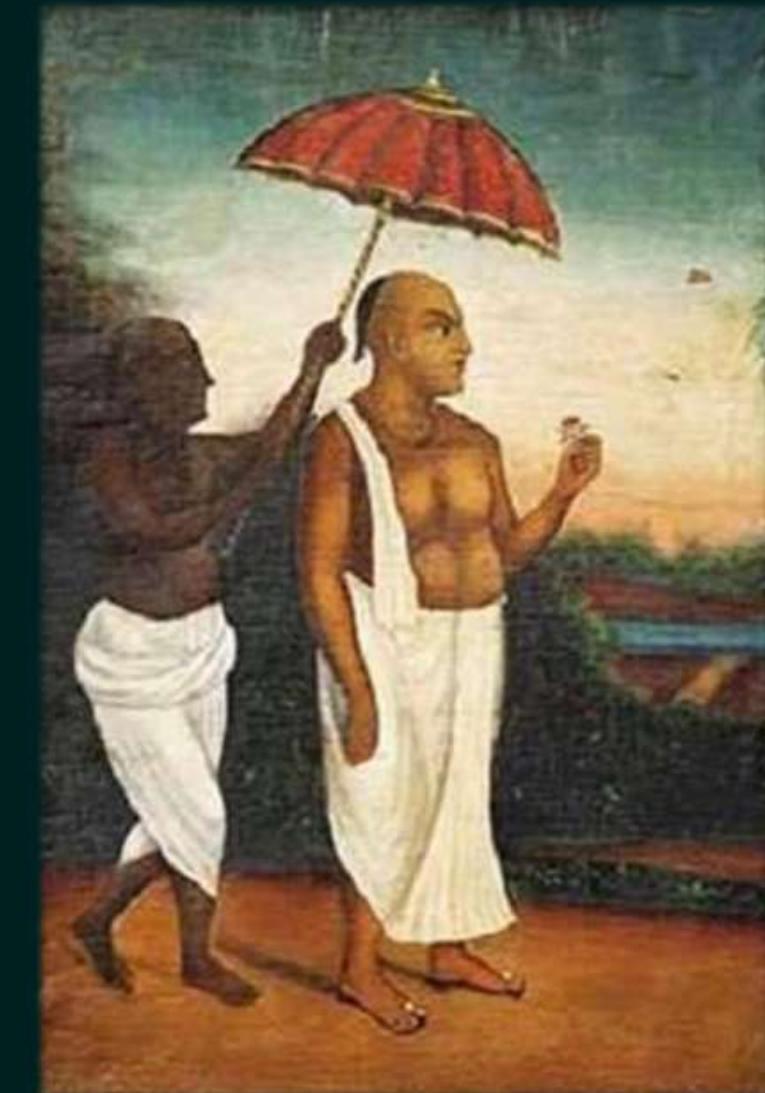


চরিত্র-পরিচিতি

(১৮৫৪-১৯০৫)

উমিচাঁদ: উমিচাঁদ লাহোরের অধিবাসী শিখ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি গোমস্তার কাজ করতেন। পরে ইংরেজদের ব্যবসার দালালি করতে শুরু করেন। মাল কেনা-বেচার জন্য দালালদের তখন বেশ প্রয়োজন ছিল। দালালি ব্যবসা করে উমিচাঁদ কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। কখনো কখনো নবাবের প্রয়োজনে উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়ে নবাবের দরবারে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। প্রচুর টাকার অধিকারী হয়ে উমিচাঁদ দেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ শুরু করেন। উমিচাঁদ বড় ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজদের কথা নবাবের কাছে এবং নবাবের কথা ইংরেজদের কাছে বলে দু পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন। গভর্নর রোজার ড্রেক তাকে একবার বন্দি করে ফোট উইলিয়ম দুর্গে রেখেছিলেন। উমিচাঁদ মিরজাফর প্রমুখদের নবাব বিরোধী চক্রান্ত ও শলাপরামর্শের সহযোগী ছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে অন্যদের যে ১৫ দফা গোপন চুক্তি হয় তাতে উমিচাঁদ গো ধরে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, ইংরেজরা জয়ী হলে তাকে কুড়ি লক্ষ টাকা দেবে। কিন্তু ক্লাইভ ছিলেন বিশ্বয়কর কূটকৌশলী মানুষ। তিনি সাদা ও লাল দুইরকম দলিল করে জাল দলিলটা উমিচাঁদকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সাদা দলিলটা ছিল ক্লাইভের কাছে এবং তাতে উমিচাঁদের দাবির কথা উল্লেখ ছিল না।

(২০ মৃত্যু)





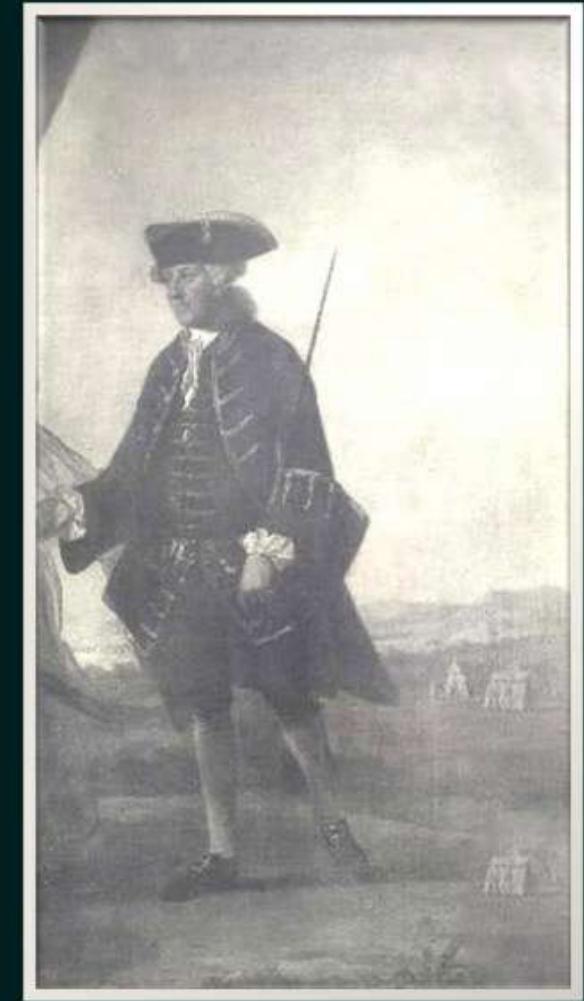
চরিত্র-পরিচিতি

What's more

উকৰ

যুদ্ধ জয়ের পরে উমিচাঁদ ক্লাইভের এই ভাঁওতা বুরাতে পেরে টাকার শোকে পাগল হয়ে পথে
পথে ঘুরেছেন এবং অকালে মারা গেছেন। এদেশে ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পেছনে
উমিচাঁদের ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতা অনেকাংশে দায়ী।

ওয়াটস: ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির [কাশিম বাজার] কুঠির পরিচালক ছিলেন উইলিয়াম ওয়াটস।
ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে নবাবের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রবেশাধিকার ছিল
তার। নাদুসনুদুস মোটাসোটা এবং দেখতে সহজ-সরল এই লোকটি ছিলেন আদর্শ ও
নীতিনৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ। সর্বপ্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে তার জুড়ি ছিল না। মিরজাফরসহ
অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে তিনি সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার
বিরুক্তে ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান সহায়ক ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। নারীর ছদ্মবেশে
ষড়যন্ত্রের সভায় উপস্থিত হয়ে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ প্রমুখদের সঙ্গে পরামর্শ
করতেন। নবাব একবার তাকে বন্দি করেছিলেন আর একাধিকবার তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা
করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভদের পরামর্শে নবাব তাকে ক্ষমা করেন।
হতোদ্যম ওয়াটস দেশে ফিরে যান এবং অকালে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ওয়াটসের স্ত্রী এদেশের
অন্য একজন ইংরেজ যুবককে বিয়ে করে থেকে যান।





চরিত্র-পরিচিতি

Army

ওয়াটসন (অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন) : ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। ওয়াটসন ছিলেন ব্রিটিশ রাজের কমিশন পাওয়া অ্যাডমিরাল। ১৭৫৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যসামগ্র্যসহ পাঁচখানি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তিনি কলকাতার দিকে রওনা হন। কলকাতা তখন ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার দখলে। আর ইংরেজরা ফলতা অঞ্চলে পালিয়ে যান। ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য ক্লাইভের সঙ্গে যুক্ত হন ওয়াটসন। ১৫ই ডিসেম্বর ক্লাইভ ও ওয়াটসনের সেনাবাহিনী কলকাতায় পৌছায়। নবাবের ফৌজদার মানিকচাঁদকে তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজরা কলকাতা দখল করেন। ওয়াটসন হলেন কোম্পানির সিলেক্ট কমিটির মেম্বার। ওয়াটসন মনে মনে ক্লাইভের ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। উমিচাঁদকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যে জাল দলিলে ক্লাইভ ও মিরজাফর প্রমুখেরা সহৃ করেছিলেন তাতে ওয়াটসন সহৃ দেননি। তার সহৃ নকল করা হয়েছিল। অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নৌবাহিনীর নেতৃত্বের জন্য ইংরেজরা অতি সহজে চন্দননগরের ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পলাশির যুদ্ধের দুমাস পরেই অসুস্থ হয়ে কলকাতায় মারা যান। সেন্ট জোন্স গোরস্থানে তাঁর কবর আছে।





Dr.

চরিত্র-পরিচিতি

হলওয়েল: লন্ডনের [গাইস হাসপাতাল] থেকে ডাক্তারি পাস করে হলওয়েল কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। পাটনা ও ঢাকার অফিসে কিছুকাল চাকরি করে ১৭৩২ সালে তিনি সার্জন হয়ে কলকাতায় আসেন। তখন তার মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা মাত্র। সুতরাং অবৈধভাবে বিপুল অর্থ-গ্রহণ লাভের আশায় তিনি সিভিল সার্ভিসে চাকরি নেন। ১৭৫২ সালে তিনি চরিশ পরগনার জমিদারের দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধের সময় তিনি ফোর্টের অঙ্গায়ী
গভর্নর নিযুক্ত হন।



সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে কোম্পানির গভর্নর ড্রেক, সৈন্যাধ্যক্ষ মিনসিনসহ সবাই নৌকায় চড়ে পালিয়ে যান। তখন ডা. হলওয়েল কলকাতার সৈন্যাধ্যক্ষ ও গভর্নর হন। কিন্তু সিরাজের আক্রমণের কাছে টিকতে পার নন। সিরাজের বাহিনী হলওয়েলকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন।



চরিত্র-পরিচিতি

মিথ্যা বলে অতিরঞ্জিত করে অসত্য ও অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে এবং তাঁর শাসনামলকে কলঙ্কিত করা ছিল হলওয়েলের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি অন্ধকৃপ হত্যা কাহিনি (Black Hole Tragedy) বানিয়েছিলেন। তার বানানো গল্পটি হলো: নবাব দুর্গ জয় করে ১৮ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখেন-যে ঘরের চারদিক ছিল বন্ধ। সকালে দেখা গেল ১২৩ জন ইংরেজ মারা গেছেন। অথচ দুর্গে তখন ১৪৬ জন ইংরেজ ছিলেনই না। আর এমন ছোট একটি ঘরে ১৪৬ জন মানুষ কিছুতেই সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। অথচ তার হিসাব-নিকাশ বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল। আর এই মিথ্যাকে চিরস্মায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তিনি কলকাতায় ব্ল্যাক হোল মনুমেন্ট নির্মাণ করেছিলেন। পরে গর্ভনর ওয়ারেন হেষ্টিংস এই মনুমেন্ট সরিয়ে দেন।

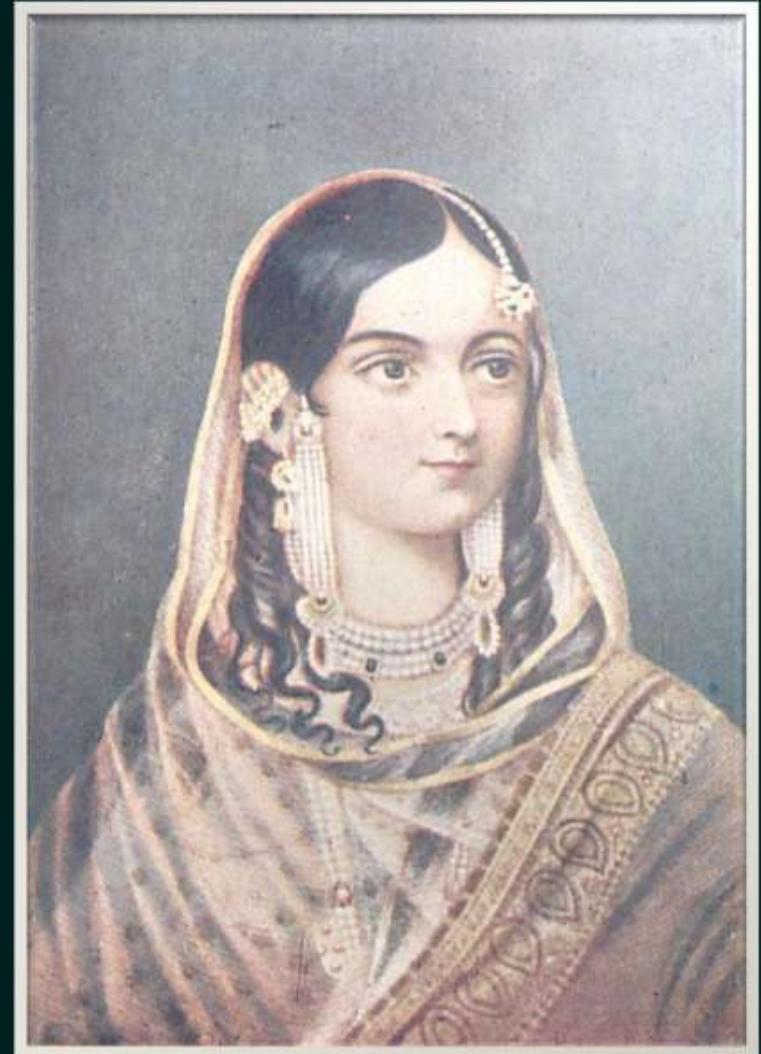




চরিত্র-পরিচিতি

ঘসেটি বেগম: নবাব আলিবর্দি খানের জ্যোষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম তথা মেহেরান্নেসা। আলিবর্দি খানের বড় ভাই হাজি আহমদের বড় ছেলে নওয়াজিস মোহাম্মদ শাহমৎ জঙ্গের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তিনি ছোট বোন আমিনা বেগমের ছেলে অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার ভাই একরামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রত্যাশা ছিল যে, একরামউদ্দৌলা নবাব হলে নবাব মাতা হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু একরামউদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করলে ঘসেটি বেগম নৈরাশ্যে আক্রান্ত হন।

ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজিস মোহাম্মদ ছিলেন ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী ব্যক্তি। তিনি নিজে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তার সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁ।





মার্কিন পুরুষ

চরিত্র-পরিচিতি

এই হোসেন কুলি খাঁয়ের সঙ্গে ঘসেটি বেগমের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়। ফলে আলিবর্দি খানের নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলা হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করেন। ঘসেটি বেগম এই হত্যাকাণ্ডকে কখনই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি সর্বদাই ছিলেন প্রতিশোধ-পরায়ণ।

বিক্রমপুরের অধিবাসী রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় নওয়াজেস মোহাম্মদের দেওয়ান ছিলেন। ঘসেটি বেগম রাজবল্লভের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সিরাজকে সিংহাসনচুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যান এবং ষড়যন্ত্র নস্যাং করে দেন। খালা ঘসেটি বেগমকে তিনি মুর্শিদাবাদের সুরম্য মতিঝিল প্রাসাদ থেকে সরিয়ে দিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রায় বন্দি অবস্থায় রাখেন এবং তার সমস্ত টাকাকড়ি, গয়নাগাটি ও সোনাদানা বাজেয়ান্ত করেন। কিন্তু ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। তিনি নানা কৌশলে নবাব সিরাজের বিশ্বাসঘাতক আমাত্য ও ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ঘসেটি বেগম ও তার দলবলের বিজয় হলেও আর দশজন বিশ্বাসঘাতকের মতো তার পরিণতিও ছিল বেদনাবহ। প্রথমে তাকে ঢাকায় অন্তরীণ করা হয়। পরে মিরনের চত্রান্তে বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্মার সন্ধিস্থলে ফেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।



চরিত্র-পরিচিতি

ড্রেক: রোজার ড্রেক ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার গভর্নর। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন। নবাবের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে প্রাণ ভয়ে সঙ্গী-সাথিদের ফোট উইলিয়াম দুর্গে ফেলে তিনি নৌকায় চড়ে কলকাতা ছেড়ে ফলতায় পালিয়ে যান।

পুনরায় ক্লাইভ কলকাতা অধিকার করলে ড্রেক গভর্নর হিসেবে দায়িত্বার গ্রহণ করেন। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর কোম্পানি ড্রেকের পরিবর্তে রবার্ট ক্লাইভকে কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত করে। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পরে গভর্নর ড্রেককে মিরজাফর তার রাজকোষ থেকে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়েছিলেন।



চরিত্র-পরিচিতি

মানিকচাঁদ: রাজা মানিকচাঁদ ছিলেন নবাবের অন্যতম সেনাপতি। তিনি বাঙালি কায়স্ত, ঘোষ বংশে তার জন্ম। নবাবের গোমস্তা হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। পরে আলিবর্দির সুনজরে পড়ে মুর্শিদাবাদে সেরেন্টাদারি পেয়েছিলেন। ১৭৫৬ সালে জুন মাসে কলকাতা দখল করে নবাব কলকাতা শহরের আলি নগর নামকরণ করেন। আর মানিকচাঁদকে করেন কলকাতার গভর্নর।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মানিকচাঁদ ইংরেজদের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কলকাতা পৌছে মানিকচাঁদকে পত্র লিখে তার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেন। এক সময় নবাব সিরাজ মানিকচাঁদকে কলকাতার সোনাদানা লুঠ করে কুক্ষিগত করার অপরাধে বন্দি করেন। অবশ্যে রায়চুর্লভদ্রের পরামর্শে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে মানিকচাঁদ মুক্তি পেয়েছিলেন। মানিকচাঁদ ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধ না-করে কলকাতা ছেড়ে ছেলে পলায়ন করেছিলেন এবং পলাশির যুদ্ধের পূর্বে ক্লাইভকে বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিলেন।



চরিত্র-পরিচিতি

জগৎ শেষ

উকৰ

জগৎশেষ: জগৎশেষ জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর পেশা ছিল ব্যবসায়। বঙ্গকাল ধরে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে এই সমাজেরই অংশ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর প্রকৃত নাম ফতেহ চাঁদ। জগৎশেষ তাঁর উপাধি। এর অর্থ হলো জগতের টাকা আমদানিকারী বা বিপুল অর্থের অধিকারী কিংবা অর্থ লগ্নির ব্যবসায়ী। নবাব সরফরাজ খাঁকে হটিয়ে আলিবর্দিকে সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল। সুতরাং তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছিলেন যে, নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাদের বশীভূত থাকবেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দিবেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা সততা ও নিষ্ঠায় ভিন্ন প্রকৃতির এক যুবক। তিনি কিছুতেই এদের অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। বরং জগৎশেষকে তাঁর ঘড়যন্ত্রের জন্য বিভিন্নভাবে লাঢ়িত করেছেন। জগৎশেষও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার পতনে নিষ্ঠুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।





চরিত্র-পরিচিতি

রায়দুর্লভ: নবাব আলিবর্দির বিশ্বস্ত অমাত্য রাজা জানকীরামের ছেলে রায়দুর্লভ। রায়দুর্লভ ছিলেন উড়িষ্যার পেশকার ও পরে দেওয়ানি লাভ করেন। রাঘুজি ভোসলা উড়িষ্যা আক্রমণ করে রায়দুর্লভকে বন্দি করেন। ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি মুশিদাবাদ চলে আসেন এবং রাজা রামনারায়ণের মৃৎসুদি পদে নিয়োজিত হন। তিনি নবাব আলিবর্দির আনুকূল্য লাভ করেন এবং নবাবের সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হন। কিন্তু নবাব সিরাজের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল না। তাই নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাকে পদোন্নতি প্রদান করেননি। ফলে নবাবের বিরুদ্ধে নানামুখী ঘড়িয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন। পলাশির যুদ্ধে মিরজাফর ও রায়দুর্লভ অন্যায়ভাবে নবাব সিরাজকে যুদ্ধ বন্ধ করার পরামর্শ দেন। তাদের কুপরামশ্রে সিরাজ যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। ফলে ক্লাইভের সৈন্যরা প্রায় বিনাযুদ্ধে জয় লাভ করে। পলাশির যুদ্ধের পর এই বিশ্বাসঘাতক সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। বরং মিরন তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তার মৃত্যুদণ্ড হয়। ইংরেজেরা তাকে রক্ষা করেন এবং তিনি কলকাতা থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তত দিনে রায়দুর্লভ সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব।



যৰনিকা



প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বে আবহ সংগীতের পটভূমিতে নেপথ্যে ঘোষণা:

ঘোষণা : এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বহু দুর্ঘাগের পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি; বহু লাঞ্ছনা বহু পীড়নের গ্লানি আমরা সহ্য করেছি। দুই স্বাধীন বাংলার ভেতরে আমাদের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত গভীর। আজ এই নতুন দিনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিশ্বৃত অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরালে বাংলার শেষ সূর্যালোকিত দিনের সীমান্ত রেখায় আমরা দেখতে পাই নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে। নবাব সিরাজের দুর্বহ জীবনের মর্মন্ত্ব কাহিনি আমরা স্মরণ করি গভীর বেদনায়, গভীর সহানুভূতিতে। সে কাহিনি আমাদের ঐতিহ্য। আজ তাই অতীতের সঙ্গে একাত্ম হ্বার জন্য আমরা বিশ্বৃতির যবনিকা উত্তোলন করছি।





প্ৰথম দৃশ্য → (মজ়া, ঝুন)

১৭৫৬ সাল: ১৯শে জুন।

সময়: ১৭৫৬ সাল, ১৯শে জুন। স্থান: ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ।

জোড় দৃশ্য



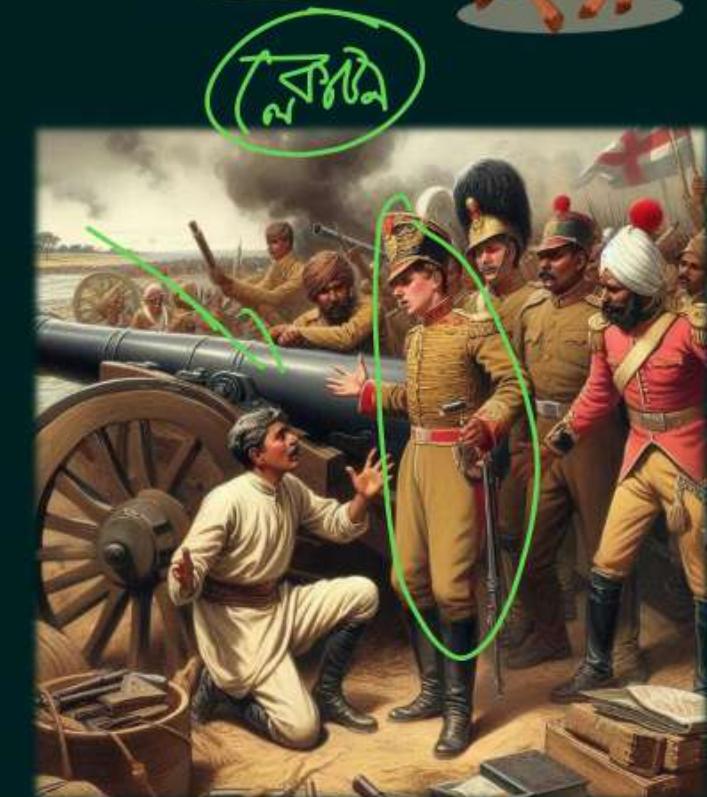
[চিৰিত্ৰবৰ্ণ: মঞ্চে প্ৰবেশেৱ পৰ্যায় অনুসাৱে- ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ওয়ালি খান, জৰ্জ, হলওয়েল, উমিচাঁদ,
মিৰমদান, মানিকচাঁদ, সিৱাজ, রায়দুৰ্লভ, ওয়াটস]

৩২ মংশণ → ক্লেটন

(নবাৰ সৈন্য দুৰ্গ আক্ৰমণ কৰছে। দুৰ্গেৱ ভেতৱে ইংৰেজদেৱ অবস্থা শোচনীয়। তবু যুদ্ধ না কৰে
উপায় নেই। তাই ক্যাপ্টেন ক্লেটন দুৰ্গ প্ৰাচীৱেৱ এক অংশ থেকে মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ নিয়ে কামান
চালাচ্ছেন। ইংৰেজ সৈন্যেৱ মনে কোনো উৎসাহ নেই, তাৱা আতঙ্কগ্ৰস্ত হয়ে পড়েছে।)

ক্লেটন: প্ৰাণপণে যুদ্ধ কৰো সাহসী ব্ৰিটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবৱণ, এই আমাদেৱ
প্ৰতিজ্ঞা। Victory or death, Victory or death.

(গোলাগুলিৱ শব্দ প্ৰবল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লেটন একজন বাঙালি গোলন্দাজেৱ দিকে এগিয়ে
গেলেন)





ক্লেটন

: তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙালি বীর। বিপদ আসল দেখে কাপুরুষের
মতো হাল ছেড়ে দিও না। যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো। Victory or death.

(একজন প্রতীরোধীর প্রবেশ)

ওয়ালি খান

: যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন, ক্যাপ্টেন ক্লেটন। নবাব সৈন্য দুর্গের কাছাকাছি এসে
 পড়েছে।

ক্লেটন

: না, না।

ওয়ালি খান

: এখনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গের একটি
প্রাণীকেও তারা রেহাই দেবে না।

ক্লেটন

: চুপ বেইমান। কাপুরুষ বাঙালির কথায় যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ওয়ালি খান

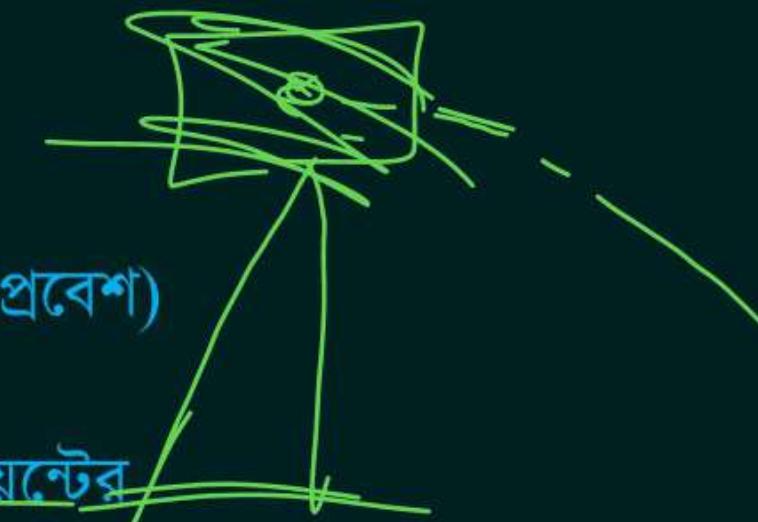
জাতিপুঁর

ও সব কথা বলবেন না সাহেব। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্যে।
তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এখনি তার প্রমাণ
দেবে।

ক্লেটন

হোয়াট? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? (মৃগ)

(ওয়ালি খানকে চড় মারার জন্যে এগিয়ে গেল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)



জ্জ

ক্যাপ্টেন ক্লেটন, অধিনায়ক এনসাইন পিকার্ডের পতন হয়েছে। পেরিস পয়েন্টের
 সমস্ত ছাউনি ছারখার করে দিয়ে ভারী ভারী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে
 এগিয়ে আসছে।

ক্লেটন

কী করে তারা এখানে আসবার রাস্তা খুঁজে পেলো?

গোমন্দি → বালুচ

জ্জ

উমিচাঁদের গুপ্তচর নবাব ছাউনিতে খবর পাঠিয়েছে।

নবাবের পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে, আর গোলন্দাজ
 বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্ত্রোত্তের মতো ছুটে আসছে।

পদাতিক → দমদম



ক্লেটন

: বাধা দেবার কেউ নেই? (ক্ষিপ্তস্বরে) ক্যাপ্টেন মিনচিন দমদমের রাস্তাটা উড়িয়ে
দিতে পারেননি?

জ্জে

: ক্যাপ্টেন মিনচিন, কাউন্সিলার ফর্কল্যান্ড আর ম্যানিংহাম নৌকোয় করে দুর্গ থেকে
পালিয়ে গেছেন।

ক্লেটন

: কাপুরুষ, বেইমান। জুলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়। চালাও, গুলি
চালাও। নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান
কতখানি দুর্জয় হয়ে ওঠে।

(জন হলওয়েলের প্রবেশ এবং জ্জের প্রস্তান)

: এখন গুলি চালিয়ে বিশেষ ফল হবে কি, ক্যাপ্টেন ক্লেটন?



ক্লেটন

: যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি, সার্জন হলওয়েল?

হলওয়েল

: আমার মনে হয় গভর্নর রজার ড্রেকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত।

ক্লেটন

: তাতে কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো ভেবেছেন।

হলওয়েল

: তবু কিছুটা আশা থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ করে টিকে থাকবার কোনো আশা নেই। গোলাগুলি যা আছে তা দিয়ে আজ সন্দেয়ে পর্যন্তও যুদ্ধ করা যাবে না। ডাচদের কাছে, ফরাসিদের কাছে, সবার কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু সৈন্য তো দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।
(বাইরে গোলার আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠল)



ক্লেটন

: তা হলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে একবার আলাপ করে আসি।

(ক্লেটনের প্রশ্নান্বয়। বাইরে থেকে যথারীতি গোলাগুলির আওয়াজ
আসছে। হলওয়েল চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন) (বৃক্ষগাছ)

হলওয়েল

: (পায়চারি থামিয়ে হঠাতে চিৎকার করে) এই কে আছ?

(রক্ষীর প্রবেশ)

জ্জ

: Yes Sir!

হলওয়েল

: উমিচাঁদকে ঘন্দি করে কোথায় রাখা হয়েছে?

জ্জ

: পাশেই একটা ঘরে।

হলওয়েল

: তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।



জ্ঞ

: Right Sir!

(জ্ঞ দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় এবং প্রায় পর মুহূর্তেই উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে)

উমিচাঁদ

: (প্রবেশ করতে করতে) সুপ্রভাত, সার্জন হলওয়েল।

হলওয়েল

: সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ? (গোলাগুলির আওয়াজ হঠাত বন্ধ হয়ে যায়। হলওয়েল বিশ্বিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন) নবাব সৈন্যের গোলাগুলি হঠাত বন্ধ হয়ে গেল কেন বলুন তো?

উমিচাঁদ

: (কান পেতে শুনল) বোধহয় দুপুরের আহারের জন্যে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে।



ହଲୋଯେଲ

: ଏହି ସୁଯୋଗେର ସମ୍ଭୟବହାର କରନ୍ତେ ହବେ ଉମିଚାଦ । ଆପଣି ନବାରେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜା
ମାନିକଚାନ୍ଦେର କାହେ ଏକଥାନା ପତ୍ର ଲିଖେ ପାଠାନ । ତାଙ୍କେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ନବାବ ସୈନ୍ୟ
ଯେନ ଆର ଯୁଦ୍ଧ ନା କରେ ।

ଉମିଚାଦ

: ବନ୍ଦିର କାହେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କେନ ସାର୍ଜନ ହଲୋଯେଲ ? (କଠିନ ସ୍ଵରେ) ଆମି ଗଭର୍ନର ଡ୍ରେକେର
ଧଂସ ଦେଖିତେ ଚାଇ ।

ଜର୍ଜ

: ସାର୍ଜନ ହଲୋଯେଲ, ଗଭର୍ନର ରଜାର ଡ୍ରେକ ଆର କ୍ୟାପେଟନ କ୍ଲେଟନ ନୌକା କରେ ପାଲିଯେ
ଗେଛେନ ।

ହଲୋଯେଲ

: ଦୁର୍ଗ ଥେକେ ପାଲିଯେ ଗେଛେନ ?

(ଜର୍ଜେର ପ୍ରବେଶ)

ଜର୍ଜ

: ଗଭର୍ନରକେ ପାଲାତେ ଦେଖେ ଏକଜନ ରକ୍ଷୀ ତାର ଦିକେ ଗୁଲି ଛୁଡ଼େଛିଲ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଆହତ
ହନନି ।

ଉମିଚାଦ

: ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ପରମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ।

ଉମିଚାଦ → ମେମଣ୍ଡି (ମାନିକଚାନ୍ଦ) (୩୩)

କ୍ଲେଟନ + ଡ୍ରେକ

ପାଲାତ



হলওয়েল

: যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে আধ ঘণ্টা আগেও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন
ক্যাপ্টেন ক্লেটন। শেষে তিনিও পালিয়ে গেলেন।

উমিচাঁদ

: ব্রিটিশ সিংহ ক্লেটন ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।

হলওয়েল

: উমিচাঁদ, এখন উপায়?

উমিচাঁদ

: আবার কি? ক্যাপ্টেন কর্নেলরা সব পালিয়ে গেছেন, এখন ফাঁকা ময়দানে
গাইস হাসপাতালের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাধিনায়ক। (অব্যুক্তি)
আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।

হলওয়েল

: (হতাশার স্বরে) উমিচাঁদ।

(আবার প্রচঙ্গ গোলার আওয়াজ ভেসে এল)



ଉମିଚାନ୍ଦ

ଆଜ୍ଞା, ଆମି ରାଜା ମାନିକଚାନ୍ଦେର କାହେ ଚିଠି ପାଠାଛି। ଆପଣି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାକାରେ ପାଚିବେ।
ସାଦା ନିଶାନ ଉଡ଼ିଯେ ଦିନ।

(ଉମିଚାନ୍ଦେର ପ୍ରତ୍ଥାନ | ହଠାତ୍ ବାହିରେ ଗୋଲମାଲେର
ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଗେଲା | ବେଗେ ଜର୍ଜର ପ୍ରବେଶ)

ଜର୍ଜ

ସରନାଶ ହେବେ। ଏକଦଳ ଡାଚ ସୈନ୍ୟ ଗଞ୍ଜାର ଦିକକାର ଫଟକ ଭେଟେ ପାଲିଯେ ଗେଛେ।
ମେହି ପଥ ଦିଯେ ନବାବେର ସଶ୍ଵର ପଦାତିକ ବାହିନୀ ହଡ଼ ହଡ଼ କରେ କେଲ୍ଲାର ଭେତରେ
ଢୁକେ ପଡ଼େଛେ।

ହଲ୍‌ଓଯେଲ

ସାଦା ନିଶାନ ଓଡ଼ାଓ | ଦୁର୍ଗ ତୋରଣେ ସାଦା ନିଶାନ ଉଡ଼ିଯେ ଦାଓ।

(ଜର୍ଜ ଚୁଟେ ଗିଯେ ଏକଟି ନିଶାନ ଉଡ଼ିଯେ ଦିଲା | ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନବାବ ସୈନ୍ୟେର
ଅଧିନାୟକ ରାଜା ମାନିକଚାନ୍ଦ ଓ ମିରମର୍ଦାନେର ପ୍ରବେଶ)

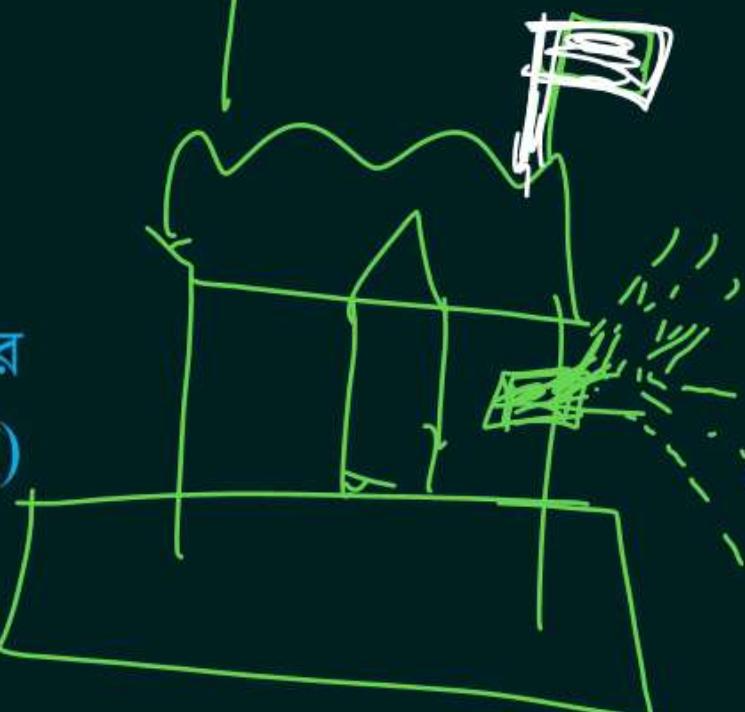
ମିରମର୍ଦାନ

ଏହି ଯେ ଦୁଶମନରା ଏଖାନେ ଥେକେଇ ଗୁଲି ଚାଲାଚେ।

ହଲ୍‌ଓଯେଲ

ଆମରା ସନ୍ଧିର ସାଦା ନିଶାନ ଉଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛି। ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଅନୁସାରେ

ମାଦ-	ନିଶାନ
------	-------





- মিরମଦାନ : সନ୍ଧି ନା ଆତୁସମର୍ପଣ?
- ମାନିକଚାଁଦ : ସବାଇ ଅନ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର।
- ମିରମଦାନ : ମାଥାର ଓପର ହାତ ତୁଲେ ଦାଁଡ଼ାଓ।
- ମାନିକଚାଁଦ : ତୁମିଓ ହଲୋଯେଲ, ତୁମିଓ ମାଥାର ଓପର ଦୁହାତ ତୁଲେ ଦାଁଡ଼ାଓ। କେଉ ଏକଚୁଲ
ନଡିଲେ ପ୍ରାଣ ଯାବେ।
(ଦ୍ରଂତଗତିତେ ନବାବ ସିରାଜେର ପ୍ରବେଶ। ସଙ୍ଗେ ସିନ୍ଧେନ୍ୟେ ସେନାପତି ରାଯଦୁର୍ଲଭ।
ବନ୍ଦିରା କୁର୍ନିଶ କରେ ଏକ ପାଶେ ସରେ ଦାଁଡ଼ାଳ। ସିରାଜ ଚାରଦିକେ ଏକବାରେ
ଭାଲୋ କରେ ଦେଖେ ନିଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲୋଯେଲେର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ)
- ସିରାଜ : କୋମ୍ପାନିର ସୁଷଖୋର ଡାକ୍ତାର। ରାତାରାତି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୟେ ବସେଛ। ତୋମାର
କୃତକାର୍ୟେର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ନେବାର ଜନ୍ୟେ ତୈରି ହୋ ହଲୋଯେଲ।
- ହଲୋଯେଲ : ଆଶା କରି ନବାବ ଆମାଦେର ଓପରେ ଅନ୍ୟାଯ ଜୁଲୁମ କରବେନ ନା।



সিরাজ

: শুধু [আত্মরক্ষার জন্যেই] কাশিমবাজার কুঠিতে তোমরা গোপনে অন্ত্র আমদানি করছিলে, তাই না? খবর পেয়ে আমার হৃকুমে কাশিমবাজার কুঠি জুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দি করা হয়েছে ওয়াটস আর কলেটকে। রায়দুর্লভ

রায়দুর্লভ

: জাঁহাপনা।

সিরাজ

: বন্দি ওয়াটসকে এখানে হাজির করুন।

(কুর্নিশ করে রায়দুর্লভের প্রস্থান)

সিরাজ

: তোমরা ভেবেছ তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমি রাখি না।

(ওয়াটসসহ রায়দুর্লভের প্রবেশ)

ওয়াটস

ওয়াটস

: Your Excellency,

সিরাজ

: আমি জানতে চাই তোমাদের অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি কে করবে?
কাশিমবাজারে তোমরা গোলাগুলি আমদানি করছ, কলকাতার আশেপাশে
গ্রামের পর গ্রাম তোমরা নিজেদের দখলে আনছ, দুর্গ সংস্কার করে তোমরা
সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবল্লভকে তোমরা
আশ্রয় দিয়েছে, বাংলার মসনদে বসবার পর আমাকে তোমরা নিজরানা পর্যন্ত
পাঠাওনি। তোমরা কি ভেবেছ এইসব অনাচার আমি সহ্য করব?

ওয়াটস

: আমরা আপনার অভিযোগের কথা কাউন্সিলের কাছে পেশ করব বৈচিত্র্য

কাউন্সিল

স্মারক

নজর

সিরাজ

: তোমাদের ধৃষ্টতার জবাবদিহি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে তোমাদের বাণিজ্য
করবার অধিকার আমি প্রত্যাহার করছি।

ওয়াটস

: কিন্তু বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লির বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।



সিরাজ

: বাদশাহকে তোমরা ঘুষের টাকায় বশীভূত করেছে। তিনি তোমাদের অনাচার দেখতে আসেন না।

হলওয়েল

: Your Excellency, নবাব আলিবদ্দি আমাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন।

সিরাজ

: আর আমাকে তিনি যে অনুমতি দান করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কিলপ্যাট্রিক, ক্লাইভ সকলেরই জানা আছে।মাদ্রাজে বসে ক্লাইভ লন্ডনের সিক্রেট কমিটির সঙ্গে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছে? আমি সব জানি। তবু তোমাদের অবাধ বাণিজ্যে এ পর্যন্ত কোনো বিষ্ণু ঘটাইনি।কিন্তু সম্ব্যবহার তো দূরের কথা তোমাদের জন্যে করণ প্রকাশ করাও অন্যায়।

ওয়াটস

: Your Excellency, আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর শুনেছেন।আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। We have come to earn money and not to get into politics, রাজনীতি আমরা কেন করব।



সিরাজ

: তোমরা বাণিজ্য কর? তোমরা কর লুট। আর তাতে বাধা দিতে গেলেই তোমরা
শাসন ব্যবস্থায় ওলটপালট আনতে চাও কর্ণাটকে, দাক্ষিণাত্যে তোমরা কী
 করেছ? শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অবাধ লুটতরাজের পথ পরিষ্কার করে
নিয়েছ। বাংলাতেও তোমরা সেই ব্যবস্থাই করতে চাও। তা না হলে আমার
নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গ-সংস্কার তোমরা বন্ধ করনি। কেন?

হলওয়েল

: ফরাসি ডাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।

সিরাজ

: ফরাসিরা ডাকাত মার ইংরেজেরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?

ওয়াটস

: আমরা অশান্তি চাই না, Your Excellency!

সিরাজ

: চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্লভ।



ରାଯଦୁର୍ଲଭ

: ଜାହାପନା!

ସିରାଜ

: ଗଭର୍ନର ଡ୍ରେକେର ବାଡ଼ିଟା କାମାନେର ଗୋଲାଯ ଉଡ଼ିଯେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରେ ଦିନ । ଗୋଟା ଫିରିଙ୍ଗି ପାଡ଼ାଯ ଆଣ୍ଟନ ଧରିଯେ ସୌଷଣା କରେ ଦିନ ସମ୍ମତ ଇଂରେଜ ଯେନ ଅବିଲମ୍ବେ କଲକାତା ଛେଡେ ଚଲେ ଯାଯ । ଆଶପାଶେର ଗ୍ରାମବାସୀଦେର ଜାନିଯେ ଦିନ ତାରା ଯେନ କୋନୋ ଇଂରେଜେର କାହେ କୋନୋ ପ୍ରକାରେର ସ୍ଵଦା ନା ବେଚେ । ଏହି ନିଷେଧ କେଉଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରଲେ ତାକେ ଓରାତର ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରତେ ହବେ ।

(ମାନିକଚାନ୍ଦ)

ରାଯଦୁର୍ଲଭ

: ହକୁମ, ଜାହାପନା ।

* * *

କନ୍ଦକତା → ଆଲିନଗର

ସିରାଜ

: ଆଜ ଥେକେ କଲକାତାର ନାମ ହଲେ ଆଲିନଗର । ରାଜା ମାନିକଚାନ୍ଦ,
ଆପନାକେ ଆମି ଆଲିନଗରେର ଦେଓଯାନ ନିୟୁକ୍ତ କରଲାମ ।

ମାନିକଚାନ୍ଦ

: ଜାହାପନାର ଅନୁଗ୍ରହ ।



সিরাজ

: আপনি অবিলম্বে কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি আর প্রত্যেকটি ইংরেজের
ব্যক্তিগত সম্পত্তি নবাব তহবিলে বাজেয়ান্ত করুন। কলকাতা অভিযানের সমস্ত
খরচ বহন করবে কোম্পানির প্রতিনিধিরা আর কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ।

মানিকচাঁদ

: ওকুম, জাহাপনা।

সিরাজ

: হলওয়েল

হলওয়েল

: Your Excellency!



সিরাজ

: তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দি।(রায়দুর্লভকে) কয়েদি
হলওয়েল, ওয়াটস আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।
মুশিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।

রায়দুর্লভ

: জাঁহাপনা!

(সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে
উপস্থিত সবাই মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্ণিশ করল)

[দ্রশ্যান্তর]

অ্যান্ড্রু এন্ড্রু
↓
(চুক্তিমণ্ডপ)



সিরাজ : তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দি।(ରାଯ়দুର্লଭকে) কয়েদি
হলওয়েল, ଓয়াটস আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।
মুଶিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।

ରାଯ়দুର্লଭ : জাঁহাপনা!
(সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে
উপস্থিত সবাই মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল)

[ଦୃଶ্যান্তର]



সিরাজউদ্দোলা' নাটকে প্রথম অক্ষের প্রথম দৃশ্যের স্থান কোনটি?

[চ. বো. ২৩; কু. বো. ১৭]

- ক) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ
- খ) ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ
- গ) ঘসেটি বেগমের বাড়ি
- ঘ) নবাবের দরবার



সিরাজউদ্দোলা' নাটকে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান কোনটি?

[চ. বো. ২৩; কু. বো. ১৭]

- ক) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ
- খ) ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ
- গ) ঘসেটি বেগমের বাড়ি
- ঘ) নবাবের দরবার



ক্লেটন কাদেরকে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে বলেন?

[দি. ৰো. ২২]

- ক) হলওয়েলকে
- খ) ফরাসি যোদ্ধাদের
- গ) ব্রিটিশ সৈন্যদের
- ঘ) নবাবের সৈন্যদের



ক্লেটন কাদেরকে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে বলেন?

[দি. ৰো. ২২]

- ক) হলওয়েলকে
- খ) ফরাসি যোদ্ধাদের
- গ) ব্রিটিশ সৈন্যদের
- ঘ) নবাবের সৈন্যদের



ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্য। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়।-
ওয়ালি খানের এই উত্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

[কু. বো. ২২]

- ক) দেশপ্রেম
- খ) জাতীয়তাবোধ
- গ) কৃতজ্ঞতা
- ঘ) সাহস



ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্য। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়।-
ওয়ালি খানের এই উত্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

[কু. বো. ২২]

- ক) দেশপ্রেম
- খ) জাতীয়তাবোধ
- গ) কৃতজ্ঞতা
- ঘ) সাহস



'সিরাজউদ্দোলা' নাটকের প্রথম সংলাপ-
[ব. বো. ১৭]

- ক) উমিচাঁদের
- খ) ক্লেটনের
- গ) জর্জের
- ঘ) ওয়ালি খানের



'সিরাজউদ্দোলা' নাটকের প্রথম সংলাপ-
[ব. বো. ১৭]

- ক) উমিচাঁদের
- খ) ক্লেটনের
- গ) জর্জের
- ঘ) ওয়ালি খানের



'সিরাজউদ্দোলা' নাটকে ওয়ালি খানের 'বাঙালি কাপুরুষ নয়' সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে-
[ব. বো. ১৬]

- ক) স্বাজাত্যবোধ
- খ) দেশপ্রেম
- গ) ইংরেজবিদ্বেষ
- ঘ) বীরত্ব



'সিরাজউদ্দোলা' নাটকে ওয়ালি খানের 'বাঙালি কাপুরুষ নয়' সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে-
[ব. বো. ১৬]

- ক) স্বাজাত্যবোধ
- খ) দেশপ্রেম
- গ) ইংরেজবিদ্বেষ
- ঘ) বীরত্ব



যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা।' সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সংলাপটি কার?
[সি. বো. ১৯; কু. বো. ১৬]

- ক) নবাবের
- খ) হলওয়েলের
- গ) উমিচাঁদের
- ঘ) ক্লেটনের



যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা। সিরাজউদ্দোলা নাটকে সংলাপটি কার?
[সি. বো. ১৯; কু. বো. ১৬]

- ক) নবাবের
- খ) হলওয়েলের
- গ) উমিচাঁদের
- ঘ) ক্লেটনের



'যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা।' বাক্যটির মর্মার্থ হলো-
[দি বো. ১৬]

- ক) বেশি স্পർଦ্ধা
- খ) গুরুত্বহীন কথা
- গ) ওজনহীন কথা
- ঘ) অনর্থক কথা



'যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা।' বাক্যটির মর্মার্থ হলো-
[দি বো. ১৬]

- ক) বেশি স্পর্ধা
- খ) গুরুত্বহীন কথা
- গ) ওজনহীন কথা
- ঘ) অনর্থক কথা



'আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।- উকিটি কে কাকে করেছে?

[র. বো, ১৭]

- ক) মানিকচাঁদ ক্লেটনকে
- খ) উমিচাঁদ ক্লেটনকে
- গ) মানিকচাঁদ হলওয়েলকে
- ঘ) উমিচাঁদ হলওয়েলকে



'আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।- উকিটি কে কাকে করেছে?

[র. বো, ১৭]

- ক) মানিকচাঁদ ক্লেটনকে
- খ) উমিচাঁদ ক্লেটনকে
- গ) মানিকচাঁদ হলওয়েলকে
- ঘ) উমিচাঁদ হলওয়েলকে



নবাবের সৈন্যরা ফোট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলে কে মেয়েদের নৌকায় করে
পালিয়ে গিয়েছিল?

[রা. বো. ১৬]

- ক) ক্লাইভ
- খ) হলওয়েলগ
- গ) ড্রেক
- ঘ) ওয়াটস



নবাবের সৈন্যরা ফোট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলে কে মেয়েদের নৌকায় করে
পালিয়ে গিয়েছিল?

[রা. বো. ১৬]

- ক) ক্লাইভ
- খ) হলওয়েলগ
- গ) ড্রেক
- ঘ) ওয়াটস



'ব্ৰিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড়ো লজ্জাৰ কথা।'- উক্তি কাৱ?
[সি. ৰো. ১৭; দি. ৰো. ১৬]

- ক) হলওয়েল
- খ) ক্লেটন
- গ) উমিচাঁদ
- ঘ) ওয়ালি খান



'ব্ৰিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড়ো লজ্জার কথা।'- উক্তি কাৰ?
[সি. ৰো. ১৭; দি. ৰো. ১৬]

- ক) হলওয়েল
- খ) ক্লেটন
- গ) উমিচাঁদ
- ঘ) ওয়ালি খান



ফোট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণের প্রাক্কালে ইংরেজ বাহিনী সাদা নিশান উড়ায় কেন?
[কু. বো. ২৩]

- ক) আক্রমণ তীব্র করার জন্য
- খ) যুদ্ধ বিরতির জন্য
- গ) সন্ধি স্থাপনের জন্য
- ঘ) বিজয় প্রকাশের জন্য



ফোট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণের প্রাক্কালে ইংরেজ বাহিনী সাদা নিশান উড়ায় কেন?
[কু. বো. ২৩]

- ক) আক্রমণ তীব্র করার জন্য
- খ) যুদ্ধ বিরতির জন্য
- গ) সন্ধি স্থাপনের জন্য
- ঘ) বিজয় প্রকাশের জন্য



'ফরাসিরা ডাকাত আৰ ইংৰেজৰা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?'- উক্তি কাৰ?
[টা ৰো. ১৬]

- ক) সাঁফেৱ
- খ) উমিচাঁদেৱ
- গ) মোহনলালেৱ
- ঘ) সিৱাজেৱ



'ফরাসিরা ডাকাত আৰ ইংৰেজৰা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?'- উক্তি কাৰ?
[টা ৰো. ১৬]

- ক) সাঁফেৱ
- খ) উমিচাঁদেৱ
- গ) মোহনলালেৱ
- ঘ) সিৱাজেৱ



নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করেন?

[দি. বো, ১৭; ঢা. বো. ১৬]

- ক) উমিচাঁদকে
- খ) মিরজাফরকে
- গ) মানিকচাঁদকে ✓
- ঘ) রায়দুর্গভকে



নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করেন?

[দি. বো, ১৭; ঢা. বো. ১৬]

- ক) উমিচাঁদকে
- খ) মিরজাফরকে
- গ) মানিকচাঁদকে
- ঘ) রায়দুর্গভকে



'সিরাজউদ্দোলা' নাটকে নবাব কোথায় গিয়ে বন্দিদের বিচার করবেন?

[সি. বো ২৩]

- ক) পাটনায়
- খ) কাশিমবাজারে
- গ) সুরাটে
- ঘ) মুর্শিদাবাদে

/ /



'সিরাজউদ্দোলা' নাটকে নবাব কোথায় গিয়ে বন্দিদের বিচার করবেন?

[সি. বো ২৩]

- ক) পাটনায়
- খ) কাশিমবাজারে
- গ) সুরাটে
- ঘ) মুর্শিদাবাদে



দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়: ১৭৫৬ সাল, ৩রা জুলাই। স্থান: [কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।]

[চরিত্রবৃন্দ: মধ্যে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-ড্রেক, হ্যারি, মার্টিন, কিলপ্যাট্রিক, ইংরেজ মহিলা, সৈনিক, হলওয়েল, ওয়াটস, আর্দালি]

(কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং তাদের দলবল এই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে।
সকলের চরম দুরবস্থা। আহার্য দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ-সামান্য চোরাচালান
আসে। পরিধেয় বস্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে। সকলেরই এক কাপড় সম্বল। এর ভেতরেও নিয়মিত
পরামর্শ চলছে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর একদিক দেখা যাবে ঘন জঙ্গলে
আকীর্ণ। জাহাজের ডেকে পরামর্শরত ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং আরও দুজন তরঙ্গ ইংরেজ।)



ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ



ড্রেক

: এই তো কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোন,
প্রয়োজনীয় সাহায্য-

হ্যারি

: এসে পড়ল বলে, এই তো বলতে চাইছেন? কিন্তু সে সাহায্য এসে পৌছোবার
 আগেই আমাদের দফা শেষ হবে মি. ড্রেক।

(২৫০ +)

মার্টিন

: কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আপাতত আমাদের কাছে মোটেই
সুখবর নয়। তিনি মাত্র শ-আড়াইসেন্স নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভরসায়
একটা দাঙ্গাও করা যাবে না। যুদ্ধ করে কলকাতা জয় তো দূরের কথা।

ড্রেক

: তবুও তো লোকবল কিছুটা বাড়ল।

হ্যারি

: লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আমাদের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।

ড্রেক

: আহার্য কোনো রকমে জোগাড় হবেই।

মার্টিন

: কী করে হবে তাই বলুন না মি. ড্রেক। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাই তো জানতে চাইছি। এ পর্যন্ত দুবেলা আহার্যের বন্দোবস্ত হয়েছে? ধারেকাছে হাটবাজার নেই। নবাবের ভুকুমে প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেচেও না। চারণ্তর দাম দিয়ে কতদিন গোপনে সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবঙ্গ কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দরকার।

কিলপ্যাট্রিক

: এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?

হ্যারি

: ধৈর্য ধরব আমরা কীসের আশায় সেটাও তো জানতে হবে।

ড্রেক

: যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। দোষ কারো একার নয়।

মার্টিন

: যাঁরা এ পর্যন্ত ভুকুম দেবার মালিক তাঁদের দোষেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত। বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ।



ড্রেক

: আমাৱ হঠকাৱিতা?

মার্টিন

: তা নয়ত কি? অমন উদ্বৃত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেৱাৰ কী প্ৰয়োজন ছিল? তা
ছাড়া নবাবেৰ আদেশ অমান্য কৰে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেৱাই বা কী কাৱণ?

ড্রেক

: সব ব্যাপারে সকলেৰ মাথা গলানো সাজে না।

হ্যারি

: তা তো বটেই। কৃষ্ণবল্লভেৰ কাছ থেকে কী পৱিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মি.
ড্রেক, তা নিয়ে আমোৰা মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু এটা বলতে আমাদেৱ
কোনো বাধা নেই যে, ঘুষেৱ অঙ্ক বড় বেশি মোটা হৰার ফলেই নবাবেৰ
ধৰ্মকাৰি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ কৰতে পাৱেননি মি. ড্রেক।

ড্রেক

: আমাৱ রিপোর্ট আমি কাউন্সিলেৰ কাছে দাখিল কৱেছি।

মার্টিন

: রিপোর্টেৰ কথা রেখে দিন। তাতে আৱ যাই থাক সত্যি কথা বলা হয়নি।
(টেবিলেৰ ওপৰ এক বাল্লি কাগজ দেখিয়ে) ওইতো রিপোর্ট তৈৱি কৱেছেন
কলকাতা যে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তাৱ। ওৱা ভেতৱে একটি বৰ্ণ সত্যি কথা
খুঁজে পাওয়া যাবে?

ড্রেক

: (টেবিলে ঘুসি মেঝে) That's none of your business.

মার্টিন

: Of course it is.

কিলপ্যাট্রিক

তোমরাই বা হঠাৎ এমন সাধুত্বের দাবিদার হলে কীসে?

৭০
তা-

ড্রেক

তোমাদের দুজনের ব্যাংক ব্যালানস বিশ হাজারের কম নয় কারোরই। অথচ
তোমরা কোম্পানির সত্ত্বে টাকা বেতনের কর্মচারী।

হারি

ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানি সকলকেই দিয়েছে। সবাই উপার্জন
করছে, আমরাও করছি। কিন্তু আমরা ঘুষ খাইনি।

ড্রেক

: আমিও ঘুষ খাইনে।

মার্টিন

মোহুম্য

অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।



ଡ୍ରେକ

: ତୋମରା ବେଶି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରଛ । ଭୁଲେ ଯେଓ ନା ଏଥିନୋ ଫୋଟ୍ ଉଇଲିଯାମେର
କର୍ତ୍ତୃ ଆମାର ହାତେ ।

ହାରି

: ଫୋଟ୍ ଉଇଲିଯାମ ?

ଡ୍ରେକ

: ଇଂରେଜେର ଅଧିପତ୍ୟ ଅତ ସହଜେଇ ମୁଛେ ଯାବେ ନାକି ? ଏହି ଜାହାଜଟାଇ ଏଥିନ
ଆମାଦେର କଲକାତାର ଦୁର୍ଗ । ଆର ଦୁର୍ଗ ଶାସନେର କ୍ଷମତା ଏଥିନୋ ଆମାର ଅଧିକାରେ ।
ବିପଦେର ସମୟେ ସକଳେ ଏକଯୋଗେ କାଜ କରାର ଜନ୍ୟେଇ ମନ୍ତ୍ରଣା ସଭାଯ ତୋମାଦେର
ଡେକେଚିଲାମ । କିନ୍ତୁ ଦେଖଛି ତୋମରା ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ନାହିଁ ।

ମାର୍ଟିନ

: ବଡ଼ାଇ କରେ କୋନୋ ଲାଭ ହବେ ନା, ମି. ଡ୍ରେକ । ଆମରା ଆପନାର କର୍ତ୍ତୃ ମାନବ ନା ।

ଡ୍ରେକ

: ଏତ ବଡ ସ୍ପର୍ଧା ? ମାଫ ଚାଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନା ବଲେ । ତା ନା ହଲେ ଏହି ମୁହଁରେ
ତୋମାଦେର କଯେଦ କରବାର ହକୁମ ଦିଯେ ଦେବ ।

(ଜନୈକ ଇଂରେଜ ନାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓପର ଏକଟା ଛେଢା ଗାଉନ
ମେଲତେ ଆସିଲେନ । ତିନି ହଠାତ୍ ଡ୍ରେକେର କଥାଯ
ରଖେ ଉଠିଲେନ । ଚୁଟେ ଗେଲେନ ବଚସାରତ ପୁରଙ୍ଗଦେର କାହେ)



ইংরেজ নারী : তবু যদি মেয়েদের নৌকোয় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না
হয় এই দন্ত সহ্য করা যেত।

ড্রেক : We are in the council session, madam, এখানে মহিলাদের
কোনো কাজ নেই।

ইংরেজ নারী : Damn your council. প্রাণ বাঁচাবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত
ফলাচ্ছেন সব।

ড্রেক : সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে।

ইংরেজ নারী : ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে তো নিজেদের ভেতরে
ঝগড়া। এদিকে দিনের পর দিন এক বেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে, অহোরাত্র,
এক কাপড় পড়ে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার জোগাড়।



ড্রেক

: But you see-

ইংরেজ নারী

I do not see alone, you can also see every night. এক প্রস্ত
জামা-কাপড় সম্বল। ছেলে-বুড়ো সকলকেই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়।
কোনে আড়াল নেই, আক্র নেই। এর চেয়ে বেশি আর কী দেখতে চান?

(হাতের ভিজে গাউনটা ড্রেকের মুখে ছুড়ে দিতে যাচ্ছিলেন,
এমন সময় জনৈক গোরা সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ)

সৈনিক

: মি. হলওয়েল আর মি. ওয়াটস।

(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েল আর ওয়াটস-এর প্রবেশ)

কিলপ্যাট্রিক

: God gracious.

হলওয়েল

: (সকলের উদ্দেশে) Good morning to you.

(সকলের সঙ্গে করম্দন। ওয়াটস কোনো কথা না বলে সকলের সঙ্গে
করম্দন করল। মহিলাটি একটু ইতস্তত করে অন্য দিকে চলে গেলেন)



ଦ୍ରେକ

: ବଲ, ଖବର ବଲ ହଲାଯେଲ । ଉତ୍କର୍ତ୍ତାଯ ନିଶ୍ଚାସ ବନ୍ଧ ହୁଯେ ଏଲ ଯେ ।

ହଲାଯେଲ

: ମୁଣ୍ଡିଦାବାଦେ ଫିରେଇ ନବାବ ଆମାଦେର ମୁକ୍ତି ଦିଯେଛେ । ଅବଶ୍ୟ ନାନା ରକମ ଓୟାଦା କରତେ ହୁଯେଛେ, ନାକେ-କାନେ ଖଣ୍ଡିତେ ହୁଯେଛେ ଏହି ଯା ।

ଦ୍ରେକ

: କଳକାତାଯ ଫେରା ଯାବେ?

ହଲାଯେଲ

: ନା ।

ଓୟାଟସ

: ଆପାତତ ନଯ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୟତ ଏକଟା ବ୍ୟବହା ହୁଯେ ଯାବେ ।

କିଲପ୍ୟାଟିକ

: କୀ ରକମ ବ୍ୟବହା?

ଓୟାଟସ

: ଅର୍ଥାତ୍ ମେଜାଜ ବୁଝୋ ଯଥାସମୟେ କିଛୁ ଉପଟୌକନସହ ହାଜିର ହୁଯେ ଆବାର ଏକଟା ସମ୍ପର୍କ ଗଡ଼େ ତୋଳା ସନ୍ତୋଷ ହବେ ।



ড্রেক

: তার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

হলওয়েল

: একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোৰা যাচ্ছে, নবাব ইংরেজের ব্যবসা সমূলে উচ্ছেদ
করতে চান না। তা চাইলে এভাবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারতেন না।

ড্রেক

: তাহলে নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হয়।

হলওয়েল

: কিছুটা করেই এসেছি। তা ছাড়া উমিচাঁদ নিজের থেকেই আমাদের সাহায্য
করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ড্রেক

: Hurray!

ওয়াটস

: মিরজাফর, জগৎশেষ, রাজবল্লভ এরাও আন্তে আন্তে নবাবের কানে কথাটা
তুলবেন।

==



ড্রেক

: (হ্যারি ও মার্টিনকে) আশা করি তোমাদের মেজাজ এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে।
আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে, একযোগে কাজ করতে হবে।

হ্যারি

: আমরা তো ঝগড়া করতে চাইনে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।

মার্টিন

: যেমন হোক একটা নিশ্চিত ফল দেখতে চাই।
 (উভয়ের প্রস্তাব)

ড্রেক

: (উচ্চকাছে) Patience is the key-word youngmen.

হলওয়েল

: (পায়ে চাপড় মেরে) ডঃ, কী মশা। সিরাজউদ্দৌলা মসকিউটো ব্রিগেড
মিলাইজ করে দিয়েছে নাকি?

ড্রেক

: যা বলছ ম্যালেরিয়া আর ডিসেন্ট্রিটে ভুগে কয়েকজন এর ভেতরে মারাও
 গেছে।



ওয়াটস

: বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা।

ড্রেক

: But it is important from military point of view সমুদ্র কাছেই।
কলকাতাও চল্লিশ মাহলের ভেতরে। প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া
করা যাবে।

কিলপ্যাট্রিক

: দ্যাটস ট্রি। কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটাই
 সবচেয়ে নিরাপদ। নদীর দুপাশে ঘন জঙ্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোনো
 আশঙ্কা নেই। বিপদ যদি আসেই তাহলে তা আসবে কলকাতার দিক দিয়ে
 গঙ্গার স্রোতে ভেসে। কাজেই সতর্ক হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

হলওয়েল

: কলকাতার দিক থেকে আপাতত কোনো বিপদের সন্ত্বাবনা নেই। উমিচাঁদ
 কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত করেছে। তার অনুমতি পেলেই জঙ্গল
 কেটে আমরা এখানে হাট-বাজার বসিয়ে দেব।

ଦ୍ରେକସୁଜମ୍ବି

: ନେଟିଭରା ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସା କରତେ ଚାଯ | କିନ୍ତୁ ଫୌଜଦାରେର ଭଯେଇ ତା
ପାରଛେ ନା ।

(ପ୍ରହରୀ ସୈନିକେର ପ୍ରବେଶ | ସେ ଦ୍ରେକେର ହାତେ ଏକ
ଟୁକରୋ କାଗଜ ଦିଲ | ଦ୍ରେକ କାଗଜ ପଡ଼େ ଚେଂଚିଯେ ଉଠିଲ)

ଓଯାଟ୍ସଉମିଚାଦେର ଲୋକ ଏଇ ଚିଠି ଏନେହେ ।ସକଳେ

What? ଏତ ତାଡାତାଡ଼ି | (ଚରସହ ପ୍ରହରୀର ପ୍ରବେଶ | ଅଭିବାଦନାତେ ଦ୍ରେକେର ହାତେ
ପତ୍ର ଦିଲ ଆଗନ୍ତୁକ | ଦ୍ରେକ ଇଞ୍ଜିତ କରତେଇ ତାରା ଆବାର ବେରିଯେ ଗେଲ)



ଡ୍ରେକ

(ମାବେ ମାବେ ଉଚେଂସ୍ବରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିତେ ଲାଗଲ)’- ଆମି ଚିରକାଳଟି ଇଂରେଜେର ବନ୍ଦୁ ।

ଓମିଚାନ୍ଦ

ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଦୁତ୍ବ ଆମି ବଜାଯା ରାଖିବ ମାନିକଚାନ୍ଦକେ ଅନେକ କଟେ ରାଜି କରାନୋ ହଇଯାଛେ, ସେ କଲକାତାଯ ଇଂରେଜଦେର ବ୍ୟବସା କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଯାଛେ । ଏର ଜନ୍ୟ ତାହାକେ ବାରୋ ହାଜାର ଟାକାଙ୍ଗରାନା ଦିତେ ହଇଯାଛେ । ଟାକାଟା ନିଜେର ତଥବିଲ ହିତେ ଦିଯା ଦେଓଯାନେର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୁକୁମନାମା ହାତେ ହାତେ ସଂଗ୍ରହ କରିଯା ପତ୍ରବାହକ ମାରଫତ ପାଠାଇଲାମ । ଏହି ଟାକା ଏବଂ ଆମାର ପାରିଶ୍ରମିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟଯ ବାବଦ ସାହା ନ୍ୟାଯ୍ ବିବେଚିତ ହ୍ୟ ତାହା ପତ୍ରବାହକେର ହାତେ ପାଠାଇଲେଇ ଆମି ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଥାକିବ । ବଲା ବାହଲ୍ୟ, ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦ ଆମି ପାଁଚ ହାଜାର ଟାକା ପାଇବାର ଆଶା କରି । ଅବଶ୍ୟ ଡ୍ରେକ ସାହେବେର ବିବେଚନାଯ ତାହା ଗ୍ରାହ୍ୟ ନା ହିଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଶତ ଟାକା କମ ଲହିତେଓ ଆମାର ଆପଣି ନାହିଁ । କୋମ୍ପାନି ଆମାର ଓପର ସୋଲୋ ଆନା ବିଶ୍ୱାସ ରାଖିତେ ପାରେନ । ସୁଦୂର ଲାହୋର ହିତେ ଆମି ବାଂଲାଦେଶେ ଆସିଯାଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନେର ଜନ୍ୟ, ଯେମନ ଆସିଯାଛେନ କୋମ୍ପାନିର ଲୋକେରା । କାଜେଇ ଉଦେଶ୍ୟେର ଦିକ ଦିଯା ବିଚାର କରିଲେ ଆମି ଆପନାଦେରଇ ସମଗ୍ରୋତ୍ତରୀୟ ।
(ଚିଠି ଭାଁଜ କରତେ କରତେ)

୮.୮୧



ଡ୍ରେକ

‘ A perfect scoundrel is this Omichand



হলওয়েল

: কিন্তু উমিচাঁদের সাহায্য তো হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।

ওয়াটস

: Even when it is too costly.

উমিচাঁ
দ

ড্রেক

: সেই তো মুক্ষিল। ওর লোভের অন্ত নেই। মানিকচাঁদের হৃকুমনামার জন্যে
সতেরো হাজার টাকা দাবি করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি দুইহাজারের
বেশি মানিকচাঁদের পকেটে যাবে না। বাকিটা যাবে উমিচাঁদের তহবিলে।

হলওয়েল

: কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?

ড্রেক

: দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি।

(প্রস্তান)



ଓয়াଟସ

: ଶୁଦ୍ଧ ଉମିଚାନ୍ଦେର ଦୋଷ ଦିଯେ କୀ ଲାଭ? ମିରଜାଫର, ଜଗଂଶେଠ, ରାଜବଲ୍ଲଭ,
ମାନିକଚାନ୍ଦ କେ ହାତ ପେତେ ନେଇ?

କିଲପ୍ୟାଟିକ

(କି) ଦଶଦିକେର ଦଶଟି ଖାଲି ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରତେ ହିମଶିମ ଖେଯେ ଯାଚେ ଇଂରେଜ, ଡାଚ
ଆର ଫରାସିରା।

ହଲ୍‌ଓଯେଳ

: କିଛୁ ନା, କିଛୁ ନା। ହାଜାର ହାତେ ହାଜାର ହାଜାର ହାତ ଥେକେ ନିଯେ ଦଶ ହାତ
ବୋଝାଇ କରତେ ଆର କଟ୍ଟୁକୁ ସମୟ ଲାଗେ? ବିପଦ ସେଖାନେ ନାହିଁ। ବିପଦ ହଲୋ
ବଖରା ନିଯେ ମତାନ୍ତର ସଟଳେ।

(ଡ୍ରେକେର ପ୍ରବେଶ)

ଡ୍ରେକ

: (ଉମିଚାନ୍ଦେର ଚିଠି ବାର କରେ) ଆର ଏକଟା ଜରଣି ଖବର ଆହେ ଉମିଚାନ୍ଦେର
ଚିଠିତେ | ଶଓକତଜଙ୍ଗେର ସଙ୍ଗେ ସିରାଜଉଦୌଲାର ଲେଗେ ଗେଲ ବଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗ
ନେବେ ମିରଜାଫର, ରାଜବଲ୍ଲଭ, ଜଗଂଶେଠର ଦଲ। ତାରା ଶାକତ ଜଙ୍ଗକେ ସମର୍ଥନ
କରିବେ।



- ওয়াটস : খুব স্বাভাবিক। শওকতজঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। তাঁ
খেয়ে নাচওয়ালিদের নিয়ে সারাক্ষণ সে পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা
যার যা খুশি তাই করতে পারবে।
- ড্রেক : আগেভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয়।
- কিলপ্যাট্রিক : I second you.
- ওয়াটস : তা পাঠান। কিন্তু সঙ্গে হয়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবে না?
- ড্রেক : অর্ডারলি, বাতি লে আও।
- হলওয়েল : নবাবের কয়েদখানায় থেকে এ দুদিনে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি। আপনাদের
অবস্থা কি ততটাই খারাপ?
- ড্রেক : Not so bad I hope.

(আর্দালি একটা বাতি রাখল)



ড্রেক

: পেগ লাগাও।

(দূরে থেকে কঠস্বর)

নেপথ্য

: জাহাজ- জাহাজ আসছে।

চারজন সমন্বয়ে :

কোথায়? From which side?

নেপথ্য

: সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে। দুইখানা, তিনখানা, চারখানা, পাঁচখানা।
পাঁচখানা জাহাজ। কোম্পানির জাহাজ!

(আর্দালি বোতল আর গ্লাস রাখল টেবিলে)

ড্রেক

: কোম্পানির জাহাজ? Must be from Madras. Let us celebrate.
Hip Hip Hurray.

সমন্বয়ে

: ঐরাঢ় ঐরাঢ় ঐৰঙ্কু।

(সবাই গ্লাসে মদ চেলে দিল)

[দৃশ্যান্তর]



‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনাগুলো সংঘটনের স্থান
কোনটি?

[রা. বো. ১৬]

- ক) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ
- খ) ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ
- গ) ঘসেটি বেগমের বাড়ি
- ঘ) নবাবের দরবার



‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনাগুলো সংঘটনের স্থান
কোনটি?

[রা. বো. ১৬]

- ক) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ
- খ) ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ
- গ) ঘসেটি বেগমের বাড়ি
- ঘ) নবাবের দরবার



উমিচাঁদ কোথা থেকে বাংলাদেশে এসেছে?

[সি. বো. ২২]

- ক) লাহোর
- খ) পাঞ্জাব
- গ) মাদ্রাজ
- ঘ) কলকাতা



উমিচাঁদ কোথা থেকে বাংলাদেশে এসেছে?

[সি. বো. ২২]

- ক) লাহোর
- খ) পাঞ্জাব
- গ) মাদ্রাজ
- ঘ) কলকাতা



'দশ দিকের দশটি হাত ভর্তি করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আৱ ফুৱাসিৱা ।-
এ কথার মধ্যে কোন তথ্য রয়েছে?

- ক) ইউরোপীয়দের দানশীলতা
- খ) এদেশীয়দের দারিদ্র্য
- গ) নবাবের পারিষদবর্গের লোভ
- ঘ) নবাবের উদাসীনতা



'দশ দিকের দশটি হাত ভর্তি করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আৱ ফুৱাসিৱা ।-
এ কথার মধ্যে কোন তথ্য রয়েছে?

- ক) ইউরোপীয়দের দানশীলতা
- খ) এদেশীয়দের দারিদ্র্য
- গ) নবাবের পারিষদবর্গের লোভ
- ঘ) নবাবের উদাসীনতা



'অর্থাৎ ঘূষ খেয়ে খেয়ে ঘূষ কথাটির অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।'- উকিমি কার?
[য. বো. ১৭: ব. বো. ১৬]

- ক) ইংরেজ মহিলা
- খ) হ্যারি
- গ) কিলপ্যাট্রিক
- ঘ) মার্টিন



'অর্থাৎ ঘূষ খেয়ে খেয়ে ঘূষ কথাটির অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।'- উকিমি কার?
[ঘ. বো. ১৭: ব. বো. ১৬]

- ক) ইংরেজ মহিলা
- খ) হ্যারি
- গ) কিলপ্যাট্রিক
- ঘ) মার্টিন



কিলপ্যাট্রিক মাদ্রাজ থেকে কতজন সৈন্য নিয়ে হাজির হন?
[ব. বো. ২২]

- ক) একশো
- খ) দুইশো
- গ) আড়াইশো
- ঘ) তিনশো



কিলপ্যাট্রিক মাদ্রাজ থেকে কতজন সৈন্য নিয়ে হাজির হন?
[ব. বো. ২২]

- ক) একশো
- খ) দুইশো
- গ) আড়াইশো
- ঘ) তিনশো

